আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলাঃ বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : (২৮ আগস্ট, ২০১৯) বুলেটিন নং ৭১	২৮ আগস্ট হতে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিষ্থিতি ২৪ আগস্ট হতে ২৭ আগস্ট, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার ষ্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২৪ আগস্ট	২৫ আগস্ট	২৬ আগস্ট	২৭ আগস্ট	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	সামান্য	৯.০	০.০	০.০	০.০-৯.০ (৯.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩২.০	৩২.৮	৩২.৮	৩২.৮	৩২.০-৩২.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৬.২	২৬.০	২৬.৪	২৬.০-২৬.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৬.০-৮৫.০	৬০.০-৯৭.০	৬৬.০-৯২.০	৬৯.০-৮৮.০	৬০.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	৫.৬	১১.১	১৩.০	৫.৬-১৩.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৫	৫	৪	৪-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৮ আগস্ট হতে ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার ষ্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৭.০-৩৪.৪ (৬৭.৬)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৮-৩২.৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.৪-২৪.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮২.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.০-৪.৬
মেঘের পরিমান (অক্টা)	মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিন/দক্ষিন-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	চারা রোপন/ বাড়ন্ত পর্যায়
আউশ ধান	থোর/ পাকা পর্যায়
সবজি	বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আউশ ধান:

- জমির চারদিকে বাঁধ এর দিকে লক্ষ্য রাখুন, যাতে করে পানি জমিয়ে রাখা যায়।
- ধানের জমিতে পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন শক্ত দানা গঠন পর্যন্ত।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে (গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়া) ফসলে রোগবালা্ইয়ের আক্রমণ বেড়ে যায় । তাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিষেধক মূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ধানের মাজরা পোকা, গল মাছি, সাদা এবং বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে কার্বফুরান ৩ জি@ ৩৩ কেজি প্রতি হেক্টরে এবং কাটুই পোকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ডাইক্লোরোভেক্স প্রয়োগ করতে হবে।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণে ধানের পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে, ট্রাইকোগামা বোলতার সাহায্যে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ধানের খোলপোড়া রোগ প্রতিরোধে জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- আউশে পাতায় ব্লাষ্ট ও পাতায় দাগ রোগ দেখা দিলে কার্বান্ডাজিম @২গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- চুঙ্গি পোকার আক্রমন দেখা দিলে, জমি থেকে পানি সরিয়ে দিন এবং জমি শুকিয়ে নিন। চুঙ্গি সহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর আউশ ধানের উপরের উল্লেখিত কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে।

আমন ধান:

- ধানের জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত।
- আন্তপরিচর্যা করতে হবে।
- নিয়মিত আগাছানিধন করতে হবে। প্রথমবার আগাছানিধন করতে হবে চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর, দ্বিতীয় বার আগাছানিধন করতে হবে চারা রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর। আগাছা নিধন করতে হবে হাত দিয়ে বা অনুমোদিত আগাছানাশক দিয়ে। ২-৪ ডি এমাইন বা বুটাক্লোর আগাছানাশক ব্যবহার করা যেতে পারে ।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। আগাছা নিধনের পর নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পামরি পোকা, চুঙ্গী পোকা, গল মাছির আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে সারের প্রথম উপরিপ্রয়োগ দেরীতে করুন, হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন, ডগার অংশ কেটে ফেলুন, প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি কুইনালফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- নিচু জমিতে বন্যার পানি সরে গেলে চারা রোপন করার সুযোগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রিধান ৩৮, ব্রিধান ৪৬, বেনিশাল, নাইজারশাল এবং স্থানীয় জাতের চারা লাগানো যেতে পারে।
- বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর উচুঁ জমিতে, পানিতে ভাসমান বীজতলা তৈরি করতে হবে।

অন্যান্য পরামর্শ:

১. সবজি জমি থেকে পানি সরিয়ে ফেলুন।

২. বন্যার পানি নেমে যাবার পর আগাম শীতকালীন সবজি চাষ শুরু করুন।

৩. বন্যার পানিতে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য আগাম রবি ফসলের চাষের প্রস্তুতি নিন। যেমনঃ যেসব জমিতে উফসী বোরো ধানের চাষ করা হয় সেসব জমিতে স্বল্প মেয়াদি টরি-৭, বারি-৯, বারি-১৪, বারি-১৫ জাতের সরিষা চাষের প্রস্তুতি নিতে হবে। ভূট্রার বীজ , লাল শাক, পালং শাক, ডাঁটা শাক প্রভুতি বিনা চাষে বপনের জন্য সংগ্রহ করুন।

৪. বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মাসকালাই, খেসারি বপন এবং পানি কচু রোপন করুন।

৫. ডাল ও তেল জাতীয় ফসলের বীজ অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করে করে বুনতে হবে। এতে ফুটরট/ কলার রট রোগের পাদূর্ভাব কমে যাবে।

৬. এই সময়ে ফলদবৃক্ষ এবং ওষধি গাছের চারা রোপন করা যায়। বন্যায় রোপিত চারা নষ্ট হলে, নতুন করে চারা লাগান। এ বছরে রোপন করা চারায় গোড়ায় মাটি দেয়া, চারার অতিরিক্ত এবং রোগাক্রান্ত ডাল ছেটে দেওয়া , বেড়া ও খুঁটি দেয়া, মরা চারা তুলে নতুন চারা রোপনসহ অন্যান্য পরিচর্যা করতে হবে। এই সময়ে আম, কাঁঠাল, লিচু গাছের অবাঞ্চিত ডাল প্রুনিং করতে হবে এবং নারিকেল গাছ্ পরিষ্কার করুন।

৭. গবাদি পশুকে পচে যাওয়া ঘাস খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন। সবুজ ঘাস এবং ভিটামিন ও খনিজ লবন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।

৮. বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য গবাদি পশুকে টীকা দিন।

৯. পরজীবীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

১০. বন্যার কর্দমাক্ত পানির কারণে পুকুরে অক্সিজেনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে, তাই বাঁশ দিয়ে পুকুরের পানি নেড়ে দিতে হবে।

১১. সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্যচাষীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। নতুন পোনা ছাড়ার আগে পুকুরে প্রতি বিঘায় ৩০ কেজি চুন প্রয়োগ করুন। চুন প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর প্রতি বিঘায় ২৫০-৩০০ কেজি খামারজাত সার প্রয়োগ করুন। সম্ভব হলে আকস্মিক বন্যা থেকে রক্ষার জন্য পুকুরের চারপাশ জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।

১২. পরিবর্তিত আবহাওয়াতে হাঁস-মুরগীর ভাইরাস জনিত রোগ দেখা দিতে পারে। সেজন্য বিশুদ্ধ খাবার পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাসঁ- মুরগীকে খনিজসমৃদ্ধ খাবার দিতে হবে।